ড্যাশিং থ্রো দ্য স্নো

লা বোহেম-এর জানালার ধারে বসে আছি জর্জ আর আমি। ফরাসি এক রেস্তোরাঁ এটা। মাঝে মধ্যে এ রেস্তোরাঁয় ঢুকে আমার টাকা খসায় সে। আমি বললাম, 'তুষার পড়বে হয়তো।'

আমার এই পূর্ভাবাস বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে আহামরি কোনো অবদান নয়। চারদিক কালো হয়ে এসেছে, ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে আঁধার, তাপমাত্রা নেমে গেছে অনেক, এবং আবহাওয়াবিদরা বলেছেন তুষারপাত হবে। কিন্তু জর্জ পাত্তা দিল না আমার কথায়।

সে বলল, 'আমার বন্ধু সেপটিমাস জনসনের কথাটা বিবেচনা করো এখন।'

'কেন?' বললাম আমি। 'সম্ভবত তুষার পড়বে, এর মধ্যে তাকে নিয়ে কী ভাবার আছে?'

'আইডিয়ার স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া এটা,' রূঢ় কণ্ঠে বলল জর্জ। 'অন্যের কথাবার্তায় নিশ্চয়ই এটা শুনেছ তুমি হয়তো তোমার অভিজ্ঞতা নেই, তবে শুনেছ।'

আমার বন্ধু সেপটিমা [বলল জর্জ] ভয়ঙ্কর এক তরুণ। বিদ্বেষের ভ্রুকুটি সারাক্ষণ ফুটে আছে তার চেহারায়। বাহু দু'টিতেও সব সময় ফুলে থাকে পেশি। বাবা-মা'র সপ্তম সন্তান সে। তার নামের মাঝেই আছে এটা। জানো তো, 'সেপটিমাস মানে 'সপ্তম'। তার ছোট ভাইয়ের নাম অক্টাভিয়াস এবং ছোট বোন নিনা।

জানি না ব্যাপারটা কত দূর পর্যন্ত এগিয়েছিল, তবে আমার বিশ্বাস তার শৈশব-কৈশোর কেটেছে হই হুল্লায় ভরা ভিড়ের মাঝে, যার ফলে পরবর্তীতে নিঃসঙ্গতার প্রতি একটা আকর্ষণ জন্মে যায়।

www.banglainternet.com

বড় হয়ে উপন্যাস লিখে বেশ সাফল্য অর্জন করে সে। নিজের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেয়ার মতো যথেষ্ট টাকা এসে যায় হাতে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, নিউইয়র্কের সুনসান এলাকায় নির্জন একটা বাড়ি কেনে সে। আরো উপন্যাস লেখার জন্যে বাড়িটাতে থাকতে শুরু করে। তাতে কখনো অনেক সময় লেগে যেত, আবার কখনো বা অল্প ক'দিন থেকেই চলে আসত। জায়গাটা নিরিবিলি হলেও, সভ্যতা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। বশ না মানা বুনো পরিবেশ বলা যায়।

স্বেচ্ছায় কখনো যদি সে এই বাড়িতে কাউকে দাওয়াত করে থাকে, আমার ধারণা সেই একমাত্র ব্যক্তিটি আমি। যা মনে করি আর কি, আমার শান্ত স্বভাব এবং আলাপের ধরনটা পছন্দ হয়েছিল তার। তবে আমার মাঝে কোনো মাধুর্য আসলে খুঁজে পেয়েছিল, শত আলাপেও কখনো খুলে বলেনি সে।

তার সাথে চলাফেরা করতে গেলে সতর্ক থাকতে হয়। বন্ধুকে পিঠ চাপড়ে অভ্যর্থনা জানান সেপটিমাস জনসনের প্রিয় একটি কাজ। কিন্তু যে একবার তার এই পিঠ চাপড়ানি খেয়েছে, বুঝেছে তার মজা। মেরুদণ্ডের গিঁঠ একেবারে কট করে ওঠে। এরপরেও, আমাদের প্রথম সাক্ষাতে তার এই শক্তি বেশ কাজে লেগেছিল।

রাস্তায় বেশ ক'টি রঙবাজ ছেলে ঘিরে ধরেছিল আমাকে। দামী গাড়িতে যাচ্ছিলাম বলে তারা ভেবেছিল, সোনাদানা এবং নগদ টাকা রয়েছে আমার কাছে। অথচ সেদিন একটা পয়সাও নেই আমার কাছে। নিজেকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা চালালাম। কারণ রঙবাজ ছেলেদের চিনি ভালো করে। আমার কাছে কিছু না পেয়ে স্বভাবতই খেপে যাবে ওরা। তারপর চূড়ান্ত রকমের বর্বরতা প্রয়োগ করবে আমার ওপর।

ঠিক এমন সময় সেপটিমাস এসে হাজির। লেখালেখির কোনো বিষয় নিয়ে ভাবনায় মগ্ন ছিল সে। আনমনে হাঁটছে এক লেখক, এমন সময় একদল দুর্বৃত্ত তার সামনে। কিন্তু লেখকের তো যেতে হবে সোজা পথে। উদাসভাবে নিয়েই কাজে লেগে পড়ল সেপটিমাস। একসঙ্গে দু'তিনটাকে ধরে ফেলে দিতে লাগল রাস্তার একেক পাশে। আমার কাছে ব্যাপারটা যা দাঁড়াল, ঘোর বিপদের সময় সেপটিমাসের আগমন ঘটল এক ঝলক আলোর মতো, এবং সেপটিমাস নিজে তার সাহিত্যিক ভাবনার ভেতর ডুবে থেকে সরিয়ে নিল পথের জঞ্জাল। আমার সৌভাগ্য যে, আমাকে ডিনারে দাওয়াত করল সে। অন্যের টাকায় ডিনার খাওয়ায় একটা মজা আছে। সানন্দে গ্রহণ করলাম।

www.banglainternet.com

তো ডিনার খাওয়ার পর দেখা গেল, আমি তার মাঝে এতই প্রভাব ফেলেছি, আমাকে সেই নির্জন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল সে। তারপর তাগিদ চলতে লাগল বার বার। একবার তো বলেই বসল, আমার সঙ্গ পেলে যতটা সম্ভব নিঃসঙ্গতা উপভোগ করতে পারবে সে। যে লোক নিঃসঙ্গতা পছন্দ করে,তার কাছ থেকে এর চেয়ে বড় মন্তব্য আশা করা যায় না।

প্রথমে ভেবেছিলাম, তার বাড়িটা ছোটখাট গোয়াল হবে একটা, কিন্তু আমার ধরণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হল। নিজের উপন্যাস দিয়ে দারুণ ভাগ্য গড়ে নিয়েছে সে এবং খরচেরও কোনো দ্বিধা নেই। তুমি যেহেতু লেখক, কাজেই তোমার সামনে অন্য লেখকের সাফল্য সম্পর্কে বলাটা নির্দয় একটা ব্যাপার। কিন্তু জেনেশুনেও কাজটা করতে হচ্ছে। কারণ আমি সব সময় প্রকৃত ঘটনা বলি।

বাড়িটা যদিও গায়ের রোম খাড়া হওয়ার মতো নির্জন, তবু পুরোটা বাড়িতে রয়েছে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা। জ্বালানি তেলে চলা এক জেনারেটর রয়েছে বেসমেন্টে, ছাদে রয়েছে সেলার প্যানেল। বাড়ির খাওয়া-দাওয়া ভালো, মদের জন্যে রয়েছে চমৎকার একটি ওয়াইন সেলার। সব মিলিয়ে বেশ বিলাসবহুল জীবন সেখানে। এত আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত নই আমি। এটা বিবেচনা করে এই বিস্ময়কর আরামের সাথে খাপখাওয়াতে লাগলাম নিজেকে।

এটা ঠিক যে, জানালাগুলোকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। কিন্তু বাইরে তাকিয়ে সুখ নেই। বাইরে সব মিলিয়ে সুন্দর দৃশ্যের যে অভাব, সেটা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। বাহবা দিতে চাইলে দিতে পার সে দৃশ্যকে। সেখানে আছে পাহাড়, মাঠ এবং ছোট্ট একটা লেক। আর আছে পীতাভ সবুজে ভরা গাছপালার অবিশ্বাস্য প্রাচুর্য। কিন্তু মানব বসতির কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। উঁচু সড়ক নেই, টেলিফোন লাইনের খুঁটিগুলোর সারি নেই, নেই আরো অনেক কিছু।

একদিন ভালো খাওয়া-দাওয়া পর সেপটিমাস বলল, 'জর্জ, তোমাকে এখানে পেয়ে ভালো হয়েছে। তোমার পরামর্শ ওয়ার্ড প্রসেসরে খাটিয়ে বিরাট এক স্বস্তি পেয়েছি। প্রচুর উন্নতি ঘটেছে আমার লেখার। এখানে যে কোনো সময় চলে আসতে পার তুমি। এখানে এলে পাশ কাটাতে পারবে সব দায়দায়িত্ব আর বিরক্তিকর উপদ্রবকে। যখন আমি ওয়ার্ড প্রসেসর নিয়ে কাজ করব, তখন তুমি ইচ্ছেমতো পড়তে পারবে আমার

www.banglainternet.com

বইগুলো, টিভি দেখতে পারবে, ফ্রিজ খুলে খাবার খেতে পারবে—আর ওয়াইন সেলারটা কোথায় সে তো জানোই।'

আমি মেনে নিলাম তার এই আতিথেয়তা। এমনকি সে বাড়িতে চলাফেরার সুবিধের জন্যে ছোট্ট একটা ম্যাপও এঁকে নিলাম। ম্যাপে বড় একটি 'X' বসিয়ে নিলাম ওয়াইন সেলারের জায়গায় এবং সেখানে যাওয়ার বিকল্প ক'টি পথও এঁকে নিলাম।

'তবে একটা কথা,' বলল সেপটিমাস। '১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে থাকব না আমি। এই সময়ের মধ্যে তোমাকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে পারব না। এজন্যে আমি দুঃখিত। তখন অবশ্যই শহরের বাড়িতে থাকতে হবে আমাকে।'

আমি বরং আহত হলাম তাতে। শীতকালটা বড় দুঃসময় আমার জন্যে। এ সময় পাওনাদাররা সব চেয়ে বেশি চাপ দেয় আমাকে। অর্থলোভী এই লোকগুলো এত সম্পদের মালিক, আমার সামান্য ক'টাকার ঋণ অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু তাদের হাবভাব এমন, যেন আমাকে বরফের মাঝে ছুঁড়ে দিতে পারলে বিশেষ আনন্দ হয় তাদের। আর এই ভাবনাটা তাদের নেকড়ের মতো লোভটাকে উস্কে দেয় আরো। কাজেই শীতের সময় আমার জন্যে দারুন একটা আশ্রয় হতে পারত এই বাড়ি।

আমি বললাম, 'শীতকালে এ বাড়িতে থাক না কেন, সেপটিমাস? তোমার যে চমৎকার ফায়ার প্লেস, সেখানে আগুন দিলে অ্যান্টার্কটিকার শীতকে কলা দেখতে পারবে।'

'সেটা পারতাম,' বলল সেপটিমাস। 'প্রতি শীতে প্রবল তুষার ঝড় হয় এখানে এবং আমার এই স্বর্গের মতো বাড়িটা ডুবে যায় বরফের ভেতর। বাইরের জগতের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যোগাযোগ।'

'এ জায়গাটা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন,' বললাম আমি।

'একদম ঠিক বলেছ,' বলল সেপটিমাস। 'এরপরেও আমার সব জিনিস আসে বাইরের জগৎ থেকে—খাবার, পানীয়, জ্বালানি, লন্ড্রি সব। এটা অবমাননাকর হলেও সত্যি কে, বাইরের জগৎকে এড়িয়ে এখানে থাকতে পারি না আমি—অন্তত বিলাসী জীবনযাপন করতে পারি না, একজন কেতাদুরস্ত লোক যা চায় আর কি।'

আমি বললাম, 'জান, সেপটিমাস, আমি ভেবেচিন্তে শীতকালে এখানে থাকার একটা উপায় বাতলে দিতে পারি।'

www.banglainternet.com

'হ্যাঁ, চিন্তা করো,' বলল সে। 'তবে সফল হবে না। তবু তো বছরের আটটি মাস বাড়িটা নিজের জন্যে পাচ্ছ।'

কথাটা সত্যি, কিন্তু বছরের বারো মাসই থাকার সুযোগ যেখানে রয়েছে; সেখানে আটমাস থাকতে চায় কে ? সেদিন সন্ধ্যেবেলা অ্যাজাজেল সম্পর্কে কিছু জান তুমি। প্রায় দুই সেন্টিমিটার উচ্চতার এক ভূত সে। জাদু জানে। অন্য রকম একটা শক্তি রয়েছে তার, যা দেখাতে ভালোবাসে। কারণ নিজের জগতে তেমন একটা পাত্তা পায় না সে। যার ফলে—

এ্যাঁ, তুমি শুনেছ তার কথা ? সত্যিই, বন্ধু, তুমি যদি তোমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গ্যাঁট হয়ে থাক, তাহলে এই গল্পটা তোমাকে যৌক্তিকভাবে বলব কিভাবে ? একজন সত্যিকারের সদালাপী ব্যক্তির শিশু সম্পর্কে কিছু উপলব্ধি করতে পার বলে মনে হচ্ছে না। তাকে হতে হবে পরিপূর্ণ মনোযোগী, কথা মাঝখানে হুট করে বাধা দেয়া যাবে না। আগেই সব শুনে ফেলেছ, এমন কথা বললে চলবে নাকি আলাপ। তা, যাকগে—

বরাবরের মতো বিটকেলে রাগ নিয়ে হাজির। দৃশ্যত এক ধর্মীয় আচারে মগ্ন ছিল সে।

রাগ সামলাতে কষ্ট হল আমার। অ্যাজাজেল যা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সব সময় সেটাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। আর আমি যে তাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ডাকি, কখনো সেটা আমল দিতে চায় না।

অ্যাজাজেলের উত্তেজিত কথার তুবড়ি থেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম চুপচাপ। তারপর তাকে বোঝালাম পরিস্থিতি।

খুদে চেহারায় রাগী একটা ভাব নিয়ে আমার কথাগুলো শুনল সে। শেষে বলল, 'বরফ কী ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোঝালাম তাকে।

'তার মানে আকাশ থেকে জমাটবাঁধা পানি পড়ছে এখানে? জমাট পানির টুকরো ? এবং জীবন বাঁচছে ?'

ওটা যে শিল, তা আর বললাম না। তব তাকে বোঝালাম, 'ওই জিনিসটা পড়ে ঠিক কোমল পাখির পালকের মতো। আর খুব বেশি পড়লে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।'

আজাজেল বলল, 'তুমি যদি এই পৃথিবীর আবহাওয়ার ধরনটা পুনর্বিন্যস্ত করতে বল, তাহলে আমি অপারক। একটা গ্রহের ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ হবে সেটা, যা আমার জন্যে একটা নীতিবিরোধী কাজ।

www.banglainternet.com

আমাদের সমাজে এটা প্রচণ্ড রকমের গর্হিত কাজ এটা। ধরা পড়লে খেতে হবে ভয়ানক ল্যামেল পাখি। জঘন্যতম জিনিস একটা। ওটার সাথে কী মিশিয়ে দেয়া হবে, তোমাকে বলতে ঘেন্না হচ্ছে আমার।'

'একটা গ্রহের ওপর অবৈধভাবে হাত চালাতে বলব না তোমাকে। যা বলব, অনেক সহজ কাজ সেটা। দেখ, তুষার যখন পড়ে, এত নরম আর পালকের মতো থাকে, একটা মানুষের ভার সইতে পারে তুষারের স্তূপ।'

'এটা তোমাদের দোষ, এত ভারী হয়েছ কেন,' নিদারুণ অবজ্ঞা নিয়ে বলল অ্যাজাজেল।

'কোনো সন্দেহ নেই,' বললাম আমি। 'এই ওজনের জন্যেই তো যত ঝামেলা। আমি চাইছি, আমার বন্ধু যখন বরফের ওপর থাকবে, তার ওজনটা যেন জমে যায়।'

অ্যাজাজেলের মনোযোগ ধরে রাখাটা মুশকিল। বিরোধিতার একটা ভাব নিয়ে সে বলে চলেছে, 'জমাট পানি ছেয়ে ফেলছে পুরো জায়গা।'

এমনভাবে মাথা নাড়ল সে, যেন বিষয়টা তার মাথায় ঢোকেনি।

'তুমি কি আমার বন্ধুর ওজনটা কমিয়ে দিতে পার? খুব সহজ একটা জিনিস নিয়ে চাপ দিতে লাগলাম অ্যাজাজেলকে।

'অবশ্যই,' রাগ আর ঘৃণা প্রকাশ পেল অ্যাজাজেলের কণ্ঠে, 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিপরীত জিনিসটা লাগবে এখানে, উপযুক্ত পরিবেশে পানির অণুগুলো সারবে কাজটা।'

'দাঁড়াও,' অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম, অনমনীয়ার ঝুঁকিটা চিন্তা করে বললাম, 'মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত বল বা অ্যান্টিগ্যাভিটেশনাল ইনটেসিটি আমার বন্ধুর নিয়ন্ত্রণে থাকলে ভালো হবে। তাহলে জিনিসটা সুবিধেমতো ব্যবহার করতে পারবে সে।'

'তোমাদের স্বেচ্ছাচারিতায় ছেড়ে দেব এ জিনিস? তাই! তোমার ধৃষ্টতার আসলে কোনো সীমা নেই।'

'আমি বলেছি মাত্র,' তেল মারলাম ভূতটাকে। 'কারণ এটা তোমার দ্বারাই স্বম্ভব। আমি তো জানি, তোমাদের অন্য যে কারো চেয়ে তোমাকে বললে ভালো হবে।'

আমার এই কূটনৈতিক চালে ভালো ফল পাওয়া গেল। গর্বে পুরো দু'মিলিমিটার ফুলে উঠল তার বুক। কর্তৃত্বের ভাব নিয়ে বলল, 'আমি করব এটা।'

www.banglainternet.com

আমার ধারণা, ঠিক ওই মুহূর্তে ক্ষমতাটা পেয়ে গেছে সেপটিমাস, তবে আমি নিশ্চিত নই। তখন আগস্ট মাস চলছে, বরফ নেই কোথায়, কাজেই সেপটিমাসের ক্ষমতা প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া আমার মনমানসিকতাও সে রকম ছিল না যে, অ্যান্টার্কটিকা, পেটাগনিয়া, কিংবা এমন কি গ্রিনল্যান্ডে গিয়ে এ জিনিসটি পরীক্ষা করার কোনো জায়গা খুঁজে বেড়াব।

তুষারের স্তূপ না থাকায়, পরিস্থিতি এমন ছিল না, ব্যাপারটা বলব সেপটিমাসকে ? কারণ প্রমাণ ছাড়া আমাকে বিশ্বাস করার কথা নয় তার। এমন কি আমাকে উপহাস করে সে বলতে পারে—মাল টেনেছ নাকি!

কিন্তু ভাগ্য সহায় হল। সেপটিমাসের সেই নির্জন বাড়িতে গত নভেম্বরে ছিলাম আমি। ওই বাড়িতে মওসুমের শেষ মাসটি কাটাচ্ছিল সে। তখন প্রচুর তুষারপাত হচ্ছিল। মাসটির জন্যে অস্বাভাবিক ছিল এই তুষার।

সেপটিমাস রেগে গেল বেজায়। প্রকৃতির এই আচরণ জঘন্য এক আপমান মনে হল তার কাছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল সে।

আমি যেন স্বর্গ পেলাম তার এ ঘোষণায়। বললাম, 'ভয় নেই, সেপটিমাস। তুষার তোমার জন্যে যে আর আতঙ্কের ব্যাপার নয়, সেটা পরীক্ষা করার সময় হয়েছে এখন।'

ব্যাপারটা সবিস্তারে বললাম তাকে।

ভেবেছিলাম, তার প্রথম প্রতিক্রিয়াটা শুরু হবে অবিশ্বাস দিয়ে, কিছু গালাগাল খাব আমি। কিন্তু সে অযথা বকবক করল আমার মাথাটা বিগড়ে গেছে বলে।

যা হোক, কৌশল ঠিক করার জন্যে বেশ ক'মাস সময় পেয়েছি আমি। স্পেটিমাসকে বললাম, 'আমি কিভাবে আমার জীবিকা চালাই, শুনে তুমি হয়তো অবাক হবে, সেপটিমাস। সরকারের অ্যান্টিগ্র্যাভিটি গবেষণা কর্মসূচির প্রধান ভূমিকায় রয়েছি আমি। এরচে' আর বেশি কিছু বলতে পারব না, তবে তোমাকে দিয়ে চলছে এই গবেষণার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এই পরীক্ষা আমাদের গবেষণা কর্মসূচিকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যাবে। জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারটি এর সাথে জড়িত।'

বিস্ফারিত চোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকাল সে। আমি নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটি বোঝানোর জন্যে মৃদুকণ্ঠে তারকা-খচিত পাতার কথা ইঙ্গিত করলাম।

www.banglainternet.com

'তুমি সিরিয়াস ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'সত্যি ঘটনা নিয়ে ফাজলাম করব ?' আমি পাল্টা তেজ দেখালাম। 'সি আইএ করবে ?'

আমার কথা এবার নির্দ্বিধায় মেনে নিল সে। বলল, ' বল, কী করতে হবে আমাকে ?'

আমি বললাম, 'মাটিতে মাত্র ইঞ্চি কয়েক পুরু হয়ে তুষার জমেছে। মনে মনে কল্পনা করো, তোমার কোনো ওজন নেই এবং পা ফেল এই তুষারের ওপর।'

'আমাকে শুধু কল্পনা করলেই হবে ?'

'এভাবেই কাজ করে এটা।'

'আমার পা তো ভিজে যাবে।'

আমি ব্যঙ্গ করে বললাম, 'তোমার হিপ বুটজোড়া পরে নাও তাহলে।'

দ্বিধা করল সে। তারপর হিপ বুট জোড়া বের করে পায়ে গলিয়ে নিল। আমার কথায় এ রকম নগ্নভাবে অবিশ্বাস প্রদর্শন করায় আহত হলাম আমি। শুধু তাই নয়, পশমি ওভারকোট এবং পশমি হ্যাটও পরে নিল সে।

'তুমি যদি তৈরি হয়ে থাক,' শীতল কণ্ঠে বললাম তুমি।

'আমি তৈরি নই,' বলল সে।

দরজা খুলে দিলাম আমি এবং সে বেরিয়ে এল। বারান্দায় কোনো তুষার জমেনি, কিন্তু যখন সেপটিমাস সিঁড়িতে পা রাখল, মনে হল যেন তার পায়ের নিচ থেকে চলে গেছে তুষারের পরত। পড়ে যাওয়ার ভয়ে ছোট ছোট স্তম্ভগুলো মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরল সে।

কোন রকমে ছোট্ট সিঁড়িটার নিচে চলে এল সেপটিমাস। চেষ্টা করল শরীরটাকে ওপরের দিকে ঠেলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে, কিন্তু পারল না, অন্তত যেভাবে চাইল সেভাবে হল না। কয়েক ফুট পর্যন্ত হড়কে গেল তার শরীর। হাত দুটো আছড়ে পড়ল মাটিতে, তারপর পা দুটো উঠে গেল শূন্যে। চিৎপটাং হয়ে হড়হড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সে। শেষে একটা কচি গাছ আঁকড়ে ধরে ঠেকাল পিছলে যাওয়া। গাছটাকে ঘিরে দু'তিনটে চক্কর দেয়ার পর থামল সেপটিমাস।

'কী ধরনের পিচ্ছিল তুষার এখানে ?' চেঁচিয়ে উঠল সেপটিমাস, রাগ আর ঘৃণায় কেঁপে উঠল তার গলা।

www.banglainternet.com

অ্যাজাজেলের প্রতি বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও অবাক না হয়ে পারলাম না। তুষারের ওপর কোনো পায়ের ছাপ পড়েনি সেপটিমাসের, এবং হড়কে যাওয়ার কোনো দাগও নেই।

আমি বললাম, 'তুষারে তোমার কোনো ওজনের চিহ্ন পড়েনি।'

'পাগল আর কি, ' বলল সে।

'তুষারের দিকে তাকাও, কোনো চিহ্ন পড়েনি তোমার।'

তুষারের দিকে তাকিয়ে চট করে সে এমন মন্তব্য করে বসল, যা মোটেও ছাপার যোগ্য নয়।

'এবং,' আমি বলে চললাম, 'ঘর্ষণ জিনিসটা নির্ভর করে চাপের ওপর। এখানে চাপটা তৈরি হয়েছে তোমার চলন্ত শরীর এবং হড়কে যাওয়া তুষারের মাধ্যমে। চাপ কম থাকলে ঘর্ষণও কমে যায়। যেহেতু তোমার ওজন নেই, কাজেই তুষারের ওপর কোনো চাপ পড়েনি। এজন্যে ঘর্ষণের কোনো চিহ্নও পড়েনি তুষারে।'

'আমি কী করব তাহলে? এভাবে পা হড়কে গড়গড়িয়ে চলতে পারব না!'

'তুমি তো আঘাত পাওনি, পেয়েছ ? তোমার যদি ওজন না থাকে, তুমি যদি পিঠে ভর করে চল, তাহলে আঘাত পাবে না।'

'আঘাত না পেলেও বরফের ওপর পিঠ দিয়ে চলতে চাই না আমি।'

'ঠিক আছে, সেপটিমাস, নিজেকে তুমি ভারী ভেবে নাও আবার। তারপর উঠে দাঁড়াও।'

সেপটিমাস ভুরু কুঁচকে স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে বলল, 'নিজেকে শুধু ভারী ভাবলেই হবে, এ্যাঁ ?'

শেষে তাই ভাবল সে এবং জবুথুবু হয়ে উঠে দাঁড়াল।

তার পা ইঞ্চিখানেক দেবে গেল তুষারে। সাবধানে হাঁটতে শুরু করল সে। তুষারের মাঝ দিয়ে হাঁটতে গেলে সাধারণত যে বিপত্তি ঘটে, এরচেয়ে বেশি কষ্ট হল না তার।

'তুমি এটা কিভাবে করলে, জর্জ ?' বলল সে। যতটা আশা করা যায়, তারচেয়ে অনেক খানি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে, 'আমি ভাবতেও পারিনি, তুমি এমন একজন করিতকর্মা বিজ্ঞানী।

'সি আই এ আমাকে এ পরিচয় গোপন রাখতে বাধ্য করেছে,' ব্যাখ্যা করলাম ব্যাপারটা।

www.banglainternet.com

'এখন নিজেকে একটু একটু করে হালকা ভাবতে থাক। সেই সঙ্গে হাঁটতে থাক, যেভাবে হেঁটে যাচ্ছ। তুষারের মাঝে তোমার পায়ের ছাপটা ক্রমশ অগভীর হয়ে আসবে। তুষারের জমাট স্তূপ ধীরে ধীরে পিচ্ছিল হয়ে উঠবে। যখন বুঝবে, জমাট তুষার বিপজ্জনক রকমের পিচ্ছিল হয়ে উঠছে, তখন থামিয়ে দেবে ভাবনা।'

যা বললাম তাই করল সে। অন্যদেরকে বুদ্ধি দিয়ে কবজা করার একটা প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে আমার মতো বিজ্ঞানীর।

'এবার হড়কে যেতে চেষ্টা করো,' বললাম আমি। 'যখন থামতে চাইবে, নিজেকে স্রেফ ভারী ভাবলেই হবে। তবে কাজটা করতে হবে ধীরে ধীরে, নইলে পড়ে গিয়ে নাক ফাটাবে।'

তুষারের ওপর হড়কে চলাটা শীঘ্র আয়ত্ত করে ফেলল সেপটিমাস। অনেকটা অ্যাথলেটদের মতো একটা ব্যাপার। আমাকে একবার সেপটিমাস বলেছিল, শুধু সাঁতার ছাড়া অন্য যে কোনো ক্রীড়াকৌতুকে মেতে থাকতে সে রাজি। তার বয়স যখন তিন, সে সময় বাবা একবার তাকে ছুঁড়ে দিয়েছিল পানি। একঘেয়ে নির্দেশনা বাদ দিয়ে ছেলেকে ওভাবে সাঁতার শেখাতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ফলটা দাঁড়ায় উল্টো। পুরো দশ মিনিট মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা হয় তাকে। সেই থেকে পানির প্রতি ভয়টা জন্মের মতো ঠাঁই নিয়েছে মনে। বরফ নিয়েও সেই একই ভয়।

'বরফ তো স্রেফ জমাট পানি,' ঠিক অ্যাজাজেলের মতো বলে সেপটিমাস।

নতুন পরিস্থিতিতে বরফের প্রতি বিতৃষ্ণা আর রইল না সেপটিমাসের। কর্ণবিদারী শব্দ তুলে তুষারের ওপর দিয়ে হড়কে যেতে লাগল সে। তারপর যখন ঘুরে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে ওজন বাড়াতে লাগল। ঘন তুষার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেমে গেল সে।

সেপটিমাস বলল, 'দাঁড়াও একটু।'

এই বলে ঢুকে গেল বাড়ির ভেতর, বেরিয়ে এল আইস স্কেটস নিয়ে। বুটজোড়ার সাথে জুড়ে নিয়েছে।

'আমার লেকের ওপর দিয়ে স্কেট করা শিখেছি আমি,' বলল সে। 'কিন্তু কখনো উপভোগ করিনি। সব সময় ভয় হতো, বরফের আবরণ ভেঙে যাবে। এখন আমি কোনো রকম ঝুঁকি ছাড়াই স্কেট করতে পারি।'

'কিন্তু মনে রেখ,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললাম আমি। 'এটা শুধমাত্র H_2O অণুগুলোর ওপর কাজ করবে। তুমি যদি অনাবৃত মাটি বা খোলা

www.banglainternet.com

পেভমেন্টের ওপর চলে আস, নিমেষে তোমার হালকা ভাবটা উধাও হয়ে যাবে। প্রচণ্ড আঘাত পাবে তখন।'

'ভেব না তো,' এই বলে উঠে দাঁড়াল সে। রওনা হয়ে গেল জমে থাকা তুষারের মাঝ দিয়ে। অন্তত আধা মাইলের মতো আমার চোখের সামনে দূর থেকে শুনতে পেলাম তার কণ্ঠ, 'ড্যাশিং থ্রো দ্যা স্নো-ইন আ ওয়ান-হর্স ওপেন স্লেজ–'

সপ্তম সুরে গান জুড়ে দিল সেপটিমাস। মজার একটা খেলা পেয়ে গেছে আর কি। তবে এটাকে খেলা ভেবে ভুল করে সে। তার তীক্ষ্ণ চিৎকার থেকে বাঁচার জন্যে দু'কানে হাত দিই আমি।

সত্যিই, সেটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের শীতকাল। সারাটা শীতকাল আমি সে বাড়িতে আরামদায়ক উষ্ণতার ভেতর কাটিয়ে ছিলাম। খাওয়া-দাওয়া আর মদ চলল ঠিক রাজার মতো। জ্ঞান বাড়ানোর মতো কিছু বই পড়লাম অবসরে। সে সব বইয়ে লেখকের কৌশলকে ছাপিয়ে আগেভাগে শনাক্ত করতে চাইলাম খুনিকে। আর কল্পনায় শহরে আমার পাওনাদারদের হতাশা নিয়ে ফিরে যেতে দেখে অন্য রকম একটা আনন্দ পেলাম।

জানালা দিয়ে আমি দেখতাম সেপটিমাসের স্কেটিং। যেন শেষ নেই তার। আমাকে বলেছিল সে, এই স্কেটিংয়ের সময় নিজেকে পাখির মতো লাগত। জিনিসটার মাঝে ত্রিমাত্রিক আনন্দ পেয়েছিল সেপটিমাস, যে অভিজ্ঞতা এর আগে হয়নি কখনো।

সেপটিমাসকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম, কেউ যেন দেখে না ফেলে তাকে।

'কেউ তোমাকে দেখলে বিপদ হবে আমার,' বলে দিয়েছিলাম আমি। 'কারণ এই প্রাইভেট এক্সপেরিমেন্ট অনুমোদন করবে না সি আই এ। তোমার আর আমার মাঝে কোনো তফাৎ দেখি না বলে এই ব্যক্তিগত ঝুঁকিটা নিয়েছি। তা—যাই হোক, তোমাকে যদি কেউ বরফের ওপর এভাবে ভেসে চলতে দেখে, তাহলে ডজনকে ডজন পত্রিকার কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরবে তোমাকে। তখন সি আই এ'র কানে যাবে ব্যাপারটা , হাজার হাজার বিজ্ঞানী লেগে যাবে তোমার পরীক্ষা নিরীক্ষায়। মিলিটারিরা খোঁচাতে থাকবে তোমাকে। এক মিনিটের জন্যেও একা থাকতে পারবে না। জাতীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে তুমি এবং হাজার হাজার লোকের নাগালের ভেতর থাকবে।'

www.banglainternet.com

অবস্থা বিবেচনা করে প্রবলভাবে কেঁপে উঠল সেপটিমাস। আমি জানি, একজন নিঃসঙ্গতা-প্রিয় লোকের বেলায় তাই হবে। সে বলল, 'কিন্তু এভাবে বরফের মাঝে থাকার সময় আমি আমার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাব কিভাবে? এখানে থাকার পুরো উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই এক্সপেরিমেন্ট।'

তাকে বললাম, 'আমি নিশ্চিত, ট্রাকগুলো প্রায় সব সময় রাস্তা পর্যন্ত আসতে পারবে। এর মধ্যে তুমি যথেষ্ট সঞ্চয় করতে পারবে প্রয়োজনীয় জিনিস, যা দিয়ে অনায়াসে কেটে যাবে দুঃসময়। বরফ ছাওয়া অবস্থায় সত্যিই যদি সে রকম জরুরি কিছুর দরকার হয়, তখন সাহস করে কাছের শহরটাতে গেলেই হবে। সেখানে আগে নিশ্চিত হতে হবে। কেউ দেখল কি না। সে সময় অবশ্যি এমনিতেই লোকজন কম থাকে, সম্ভবত দেখবে না কেউ। তারপর ওজনটা ফিরিয়ে নিয়ে হেঁটে যাবে কয়েক শ'ফুট। এবার আর কোনো দিকে তাকানোর দরকার নেই। নিয়ে নেবে যা দরকার, কয়েক শ' ফুট হেঁটে আসবে আবার, শেষে আবার ভাসতে থাকবে বরফের ওপর দিয়ে। বুঝতে পেরেছ?'

বাস্তবে, শীতকালে এ রকম করার দরকার হয়নি একবারও। আমি তো জানতাম, বরফের ভয়টাকে সে অযথা বাড়িয়ে দেখছে। এবং একজনও তাকে কখনো বরফের ওপর ভেসে যেতে দেখেনি।

তবে শীতকালটা পুরোপুরি ভালো কাটেনি সেপটিমাসের। যখন সপ্তাখানেকের বেশি সময় ধরে তুষার পড়া বন্ধ থাকত, কিংবা শূন্যের ওপরে উঠে যেত তাপমাত্রা, তখন সেপটিমাসের চেহারাটা দেখা উচিত ছিল তোমার। তুমি ভাবতেও পারবে না, জমাট বরফের গলে যাওয়া নিয়ে কী দুশ্চিন্তা ছিল তার।

আহ, কী চমৎকার ছিল সেই শীতকাল। বড় দুঃখ, শুধু একবারই এসেছিল এই সৌভাগ্যের দিন!

কী হয়েছিল? তোমাকে বলব কী ঘটেছিল। তোমার মনে পড়ে জুলিয়েটের বুকে ছুরি চালানোর পূর্বমুহূর্তে কী বলেছিল রোমিও? সম্ভবত মনে নেই তোমার। বলছি শোনো। সে বলেছিল, 'তোমার স্থানে একশো মেয়েকে আসতে দাও এবং তোমার পালা শেষ করো।'

পরবর্তী শরৎকালে, মার্সিডিজ গাম নামে এক মেয়ের সাথে পরিচয় হল সেপটিমাসের। এর আগেও মেয়েদের সাথে পরিচয় হয়েছে তার, সে তো আর সন্ন্যাসী নয়, তবে তারা কেউ কখনো দাগ কাটতে পারেনি মনে।

www.banglainternet.com

তাদের সাথে সামাজিকভাবে মেলামেশা চলেছে ক'দিন, প্রেম হয়েছে, হৃদয়ের উত্তাপে মাখামাখি চলেছে, তারপর সে ভুলে গেছে একেকজনকে। তারাও একইভাবে ভুলে গেছে সেপটিমাসকে। ক্ষতির কোনো ব্যাপার ছিল না এতে। এই আমার কথাই ধরো না। কত মেয়েই তো হন্যে হয়ে ঘুরল আমার পেছনে। কই, আমার তো কোনো ক্ষতি হয়নি। এমনকি বার বার আমাকে তারা কোণঠাসা করেছে, বিয়ে করতে চেপে ধরেছে—কিন্তু আমি ঠিকই ফস্কে গেছি গল্প থেকে।

সেপটিমাস আমার কাছে এসে অত্যন্ত হতাশা কণ্ঠে বলল, 'আমি তাকে ভালোবাসি, জর্জ। আমাকে পাগল করে তুলেছে সে। আমার অস্তিত্ব ধরে চুম্বকের মতো টান দিয়েছে মেয়েটা।'

'খুব ভালো,' বললাম আমি। 'ক্ষণিকের জন্যে চালিয়ে যাও প্রেম, পুরো সম্মতি আছে আমার।'

'ধন্যবাদ, জর্জ,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল সে। 'আমি এখন চাই শুধু তার সম্মতি। আমি জানি না এটা কেন হচ্ছে, তবে ও আমাকে যেন খুব একটা পাত্তা দিতে চাইছে না।'

'আজব কথা বললে,' বললাম আমি। 'তুমি তো সচরাচর পুরোপুরি সফল হও মেয়েদের বেলায়। তোমার টাকা আছে, পেশল শরীর, এবং বেশির লোকের চেয়ে দেখতে মন্দ নও।'

'আমার ধারণা,' বলল সেপটিমাস। 'এই পেশল শরীরটাই মেরে দিয়েছে। ও ভাবছে, আমি এক জড়বুদ্ধির লোক।'

মিস গামের উপলব্ধি ক্ষমতার প্রশংসা করতে হল। সেপটিমাসকে যতটা সম্ভব দয়া দেখিয়ে বললেও বলতে হয়, সে একটা জড়বুদ্ধির লোক। আমিই সবচেয়ে বেশি ভেবে দেখেছি। তবে জ্যাকেটের আস্তিনের ভেতর তার বাহু দু'টির পেশিগুলো ঢেউ খেলে যাওয়া দৃশ্য কল্পনা করে এ নিয়ে আর কিছু বলিনি।

সে বলল, 'এ রকম পেশিমানব তার পছন্দ নয়। সে চায় এমন একজনকে, যার চিন্তাশক্তি থাকবে, জ্ঞানবুদ্ধি থাকবে, গভীর বিচারবুদ্ধি থাকবে, থাকবে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার নামের সাথে থাকবে পুরো এক বালতি ভর্তি বিশেষণ। সে বলে, এ ধরনের কোনো গুণ নেই আমার মাঝে।

'তাকে বলেছ, তুমি একজন উপন্যাসিক?'

'অবশ্যই বলেছি এবং আমার দুটো উপন্যাসও পড়েছে সে। জান,

www.banglainternet.com

জর্জ, ফুটবল খেলোয়াড়দের প্রতি ওদের যে একটা সাধারণ ঝোঁক থাকে, সেটা নেই গামের। ও বলে, এই খেলাটা ওর কাছে বিরক্তিকর।'

'আমি ধরে নিচ্ছি, খেলাধুলো তেমন পছন্দ নয় ওর।'

' নিশ্চয়ই তা নয়। ও তো সাঁতার কাটে।'

এই বলে সেপটিমাস মুখটাকে এমন করল, সম্ভবত শৈশবের সেই মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস দেয়ার দৃশ্যটা দেখছিল সে।

'সেক্ষেত্রে,' প্রবোধ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'মেয়েটাকে ভুলে যাও। সেপটিমাস। মেয়েদের তো খুব সহজেই পাওয়া যায়। একজন যায়, আরেকজন আসে। সাগরে অনেক মাছ আছে এবং আকাশে রয়েছে প্রচুর পাখি। অন্ধাকারের সব মেয়ে এক। তখন একজনের সাথে আরেকজনের কোনো তফাত থাকে না।'

এভাবে একটানা বকবক করে যেতে পারতাম, কিন্তু আমার কথা শুনতে শুনতে অদ্ভুত একটা অস্থিরতা ফুটে উঠল সেপটিমাসের মাঝে। সে বলল, 'জর্জ, তুমি আমার সেন্টিমেন্টে আঘাত করেছ। সারা পৃথিবীতে মার্সিডিজই শুধু আমার জন্যে এক মাত্র মেয়ে। ওকে ছাড়া বাঁচব না আমি। ও আমার অন্তরের সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গেছে। আমার ফুসফুসের শ্বাস ও, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, চোখের দৃষ্টি। ও—'

এভাবে একটানা আমাকে ঝেড়ে চলল সেপটিমাস। ওই সেন্টিমেন্টের ছুতো করে আমাকে সে যেভাবে বকতে লাগল, নিজে কিন্তু মোটেও সহ্য করতে না।

সে বলল, 'এজন্যেই তো বিয়ে করা ছাড়া কোনো উপায় দেখছি না।'

কথাগুলো আমার জন্যে নরকের ঘণ্টাধ্বনি। আমি জানি সে বিয়ে করলে কী ঘটবে। সেপটিমাস যেই বিয়ে করবে, অমনি শেষ হয়ে যাবে আমার স্বর্গে থাকা। আমি জানি না ব্যাপারটা কেন ঘটে, তবে নতুন বউয়েরা স্বামীর কাছে যদি একটি ব্যাপারেও গোঁ ধরে, তা হচ্ছে—বাড়ি থেকে স্বামীর বন্ধু তাড়ান। সেপটিমাসের নির্জন বাড়িতে আর কখনো নিমন্ত্রণ পাব না।

'হ্যাঁ, করতে পার বিয়ে,' সতর্কতার সাথে বললাম আমি।

'আমি স্বীকার করছি, কাজটা আমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে, তবে আমি কাজটা করতে পারব বলে মনে হচ্ছে। এ ব্যাপার একটা পরিকল্পনা নিয়েছি। মার্সিডিজ ভাবতে পারে আমি জড়বুদ্ধি সম্পন্ন, তাই বলে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি যে একেবারে নেই– তা তো নয়। শীতের শুরুতে আমার এ

www.banglainternet.com

বাড়িতে দাওয়াত করব ওকে। এই স্বর্গোদ্যানে এলে, নীরব এবং শান্তিময় পরিবেশে মনের আঙিনা আরো বিস্তৃত হবে ওর। আমার মনের সত্যিকারের সৌন্দর্যটা উপলব্ধি করতে পারবে তখন।'

তাকে বললাম, 'তোমার বরফের ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়ার ব্যাপারটা দেখানোর পরিকল্পনা নিশ্চয়ই নাওনি, নাকি নিয়েছ?'

'না, না,' বলল সে। 'বিয়ে না করা পর্যন্ত নয়।'

'তারপর—'

'তুমি একটা বোকা, জর্জ,' ভর্ৎসনা করল সেপটিমাস। 'একজন স্ত্রী হচ্ছে একজন স্বামীর দ্বিতীয় সত্তা। নিজের গোপনতম কোনো ব্যাপারেও তাকে বিশ্বাস করা যায়। একজন স্ত্রী—'

তার এই বকবকের মাঝে আমি দুর্বল কণ্ঠে বললাম, 'সি আই এ পছন্দ করবে না এটা।'

আমার কথায় সি আই এ'র ওপর সে এমন কিছু কথা বলল, তার একটা কথা সানন্দে রাজি হয়ে যাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিউবা এবং নিকারাগুয়াও তাই।

'যেভাবে হোক ডিসেম্বরের শুরুতে তাকে আমার সাথে নিয়ে আসব এখানে,' বলল সে।

'আমরা যদি একাকী হওয়ার প্ল্যান নিই, আমার বিশ্বাস—ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারবে, জর্জ। আমি জানি, মার্সিডিজ আর আমার মাঝে রোমান্টিক সম্পর্ক হওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে, এর মাঝে তুমি নাক গলানোর চেষ্টা করবে না। ধীরে ধীরে সময় বয়ে যাবে, আর নিস্তব্ধতার চুম্বক এক করে দেবে আমাদের দু'জনকে।'

তার কথার মর্মার্থ অবশ্যই উপলব্ধি করলাম আমি। ডানকানকে ছুরি মারার পূর্ব মুহূর্তে ম্যাকবেথ ঠিক একথাই বলেছিল। আমি শুধু শীতল দৃষ্টিতে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। মাসখানেক পর, মিস গাম গেল সেপটিমাসের বাড়িতে এবং আমি যাইনি।

সেই নির্জন জায়গায় কী ঘটেছিল, আমি দেখিনি। ঘটনা যা জানি, সেপটিমাসের কথা থেকে। কাজেই বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারব না।

মিস গাম একজন সাঁতারু, কিন্তু সেপটিমাসের জন্যে সাঁতারের ব্যাপারটি ছিল অজেয়। মিস গাম জানত না সেটা। আর সেপটিমাসও কখনো জানতে পারেনি, স্নানের পোশাক পরে গোসল করা নিয়ে এক

www.banglainternet.com

ধরনের পাগলামো রয়েছে মিস গামের। নিজেকে সতেজ করে তোলার স্বাস্থ্যসম্মত গোসলের জন্যে লেকের বরফের আবরণ ভেঙে হিমশীতল পানিতে সাঁতরেছে সে।

কনকনে শীতের এক উজ্জ্বল সকালে ঘটে ঘটনাটা। সেপটিমাস তখনো নাক ডাকাচ্ছে, মিস গাম উঠে এল একাকী। স্নানের পোশাক টেরি-ক্লথ ক্লোক আর স্নিকার্স পরে বেরিয়ে এল সে। বরফছাওয়া পথ ধরে হেঁটে গেল লেকের কাছে। তীরের খানিকটা অংশে বরফের আবৃত ছিল লেকের। কিন্তু মাঝখানটা তখনো বরফ থেকে মুক্তি। গায়ের ক্লোক আর পায়ে স্নিকার্স খুলে পানিতে নেমে গেল সে। মেতে উঠল গোসলের আনন্দে।

খুব শীঘ্র জেগে উঠল সেপটিমাস। প্রেমিকের সহজাত সুন্দর অনুভূতি দিয়ে টের পেল, তার প্রিয়তমা মার্সিডিজ বাড়িতে নেই। প্রিয়তমার নাম ধরে ডাকতে লাগল সে। মার্সিডিজের কাপড়চোপড় পাওয়া গেল তার ঘরে। প্রথমে সে ভেবেছিল শহরে পালিয়ে গেছে মেয়েটা, কিন্তু আসলে তা নয়। নিশ্চয়ই বাইরে কোথাও আছে।

সবচেয়ে ভারী ওভার কোটটা দ্রুত গায়ে চাপাল সে। পরে নিল বুট জোড়া। দ্রুত ছুটে গেল বাইরের দিকে, ডাকতে লাগল মিস গামের নাম ধরে।

মিস গাম তার ডাক শুনে দ্রত হাত নেড়ে বলল, 'এই যে এদিকে, সেপ। এদিকে।'

পরবর্তীতে যা ঘটেছে, সেটা সেপটিমাসের নিজ জবানিতে শুনে নাও। সে বলল, 'আমার কাছে যা মনে হল, সে চিৎকার করছে, "বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও!" আমি স্বভাবতই ভাবলাম, খেয়ালের বশে বরফের মাঝে ঘুরতে বেড়িয়ে হঠাৎ পানিতে পড়ে গেছে ও। আমার মাথায় কী করে খেলবে যে, ইচ্ছে করেই ওই হিমশীতল পানিতে নেমেছ ধন্যি মেয়েটা।

'ওর প্রতি আমার ভালোবাসাটা এতই গভীর ছিল যে, আমি সঙ্গে সঙ্গে পানিতে নামার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। অথচ এই পানিকে কী ভয়টাই না পাই আমি—বিশেষ করে বরফ-শীতল পানিকে। তবে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে না গেলেও, দু'মিনিটের বেশি সময় লাগেনি চিন্তা করতে।

'তারপর আমি চিৎকার করে বললাম, "আমি আসছি, প্রিয়তমা। তোমার মাথাটা তুলে রাখ পানির ওপর।" এই বলে চলতে শুরু করলাম। তবে হাঁটিনি। হাতে সময় ছিল না। ওজন কমিয়ে নেয়ায় সুন্দর গড়গড়িয়ে যাচ্ছিলাম। অগভীর বরফের আবরণ পেরিয়ে চলে গেলাম লেকের তীরে। তারপর পাতলা বরফের স্তর ডিঙিয়ে ঝপাৎ করে পড়লাম পানিতে।

www.banglainternet.com

'তুমি তো জান, সাঁতার জানি না আমি, আর পানিকে কেমন ভয় পাই। এদিকে বুটজোড়া আর ভরী ওভার কোটটার জন্যে আরও ডুবে যেতে লাগলাম। মার্সিডিজ আমাকে উদ্ধার না করলে নির্ঘাত ডুবে মরতাম আমি।

'তুমি ভাবতে পার, আমাকে ও উদ্ধার করার পর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি আমরা, আরো নিবিড় হয় আমাদের বন্ধন কিন্তু'

মাথা নাড়ল সেপটিমাস, পানি এসে গেল তার চোখে, বলল, 'আসলে তা ঘটেনি। বরং তাতে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে মার্সিডিজ। চিৎকার দিয়ে বলে, "মাথামোটা বেকুব কোথাকার! ওভারকোট আর বুট নিয়ে পানিতে নামার কথা ভাবলে কী করে? তাও আবার সাঁতার জান না। তুমি কি টের পেয়েছ, তোমাকে লেক থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে কী ঝক্কি গেছে আমার? আর তুমি এত ভয় পেয়েছ, একেবারে লেপ্টে ছিলে আমার গালের সাথে। আরেকটু হলে তো দু'জনেই ডুবে মরতাম। আমাকে এখনও পীড়া দিচ্ছে ঘটনাটা।"

'এভাবে ধমক দেখিয়ে তল্পিতল্পা নিয়ে চলে গেল ও। আর আমি পড়ে রইলাম ভয়ানক সর্দি নিয়ে। সেই সর্দি এখনো সেরে ওঠেনি। তারপর থেকে আর কখনো দেখা পাইনি মার্সিডিজের। আমার চিঠির কোনো জবাব দেয় না ও, ফোন করলে সাড়া দেয় না। আমার জীবনটা শেষ, জর্জ।'

আমি বললাম, 'নিছক কৌতূহল থেকে একটা কথা জানতে চাইছি, সেপটিমাস। তুমি পানিতে গিয়ে পড়লে কেন? লেকের তীরে এসে দাঁড়ালে না কেন? কিংবা আরো দূরে দাঁড়াতে পারবে, যেখানে নিরাপদ বোধ করতে। তারপর লম্বা কোনো লাঠি বাড়িয়ে দিতে পারতে মার্সিডিজের দিকে, কিংবা ছুঁড়ে দিতে পারতে একটা দড়ি?'

সেপটিমাস দুঃখী গলায় বলল, 'আমি তো পানিতে পড়তে চাইনি। ওপরে হড়কে যেতে চেয়েছি।'

'ওপরে হড়কে যেতে চেয়েছ? আমি তোমাকে বলিনি, তোমার ওজনহীনতা শুধু বরফের ওপর কাজ করবে?'

চেহারাটা কঠিন হয়ে গেল সেপটিমাসের। বলল, 'তুমি তো বলেছ এটা শুধু H_2O-এর ওপর কাজ করবে। এর মধ্যে তো পানিও আছে। তাই নয় কি?'

ঠিক বলেছে সে। আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গিয়ে বরফকে H_2O বলেছি। তাকে বললাম, 'কিন্তু আমি তো বুঝিয়েছি সেটা কঠিন H_2O।'

www.banglainternet.com

'না, তুমি কঠিন H_2O-এর কথা বলোনি', এই বলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। পরিষ্কার টের পেলাম, আমাকে পিটিয়ে ছাতু করতে চাইছে।

আমার অনুভূতি কতটা নিখুঁত ছিল, সেটা যাচাইয়ের জন্যে আর পড়ে থাকিনি আমি। তারপর থেকে সেপটিমাসকে কখনো দেখিনি আমি। তার সেই নির্জন স্বর্গোদ্যানেও আর যাইনি। আমার বিশ্বাস, এখন দক্ষিণ সাগরের কোনো দ্বীপে আছে সে। এটা মনে করার সবচেয়ে বড় কারণটি হচ্ছে—আবার কখনো বরফ বা তুষার দেখতে চায়নি সে।

এই যে আমি বলেছিলাম, 'তোমার জায়গায় এই মেয়েকে এনে দাও—' হয়তো হ্যামলেট এ কথা বলেছিল ওফেলিয়াকে ছুরি মারার আগে।

মদের গন্ধ ছড়িয়ে বুকে গভীর থেকে বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জর্জ। বলল, 'রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দিচ্ছে ওরা। এখন উঠে যাওয়াই ভালো। বিলটা দিয়েছ তো?'

দুর্ভাগ্যক্রমে, দিয়েছি।

'পাঁচ ডলারের একটা নোট দিতে পার, বন্ধু? বাড়ি যাব।'

আরো দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, দিলাম নোটটা।

অনুবাদ : শরীফুল ইসলাম ভূঁইয়া

www.banglainternet.com